আমাদের সময়

তারিখ 19 AUG 2015
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

এইচএসসির ফল বিপর্যয়

শিক্ষামন্ত্রীর ২০ নির্দেশনা

এম এইচ রবিন ●

মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম দ্রুতগতিতে সম্পন্ন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ বাস্তবায়ন, প্রতিটি কাজ সুনির্দিষ্ট সময়ে শেষ করা, অনিষ্পত্তি বিধি ও আইনের নথি দ্রুত নিষ্পত্তি করা, নিজ শাখার কাজের অগ্রগতি নিয়মিত জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের অবহিত করাসহ ২০টি নির্দেশনা আসছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সব শাখা, দপ্তর ও প্রকল্পপ্রধানদের জন্য। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ আজ বুধবার মন্ত্রণালয়ের সব উইংপ্রধান, দপ্তরপ্রধান ও প্রজেক্ট ডিরেক্টরদের সঙ্গে এক বৈঠকে এসব নির্দেশনা দেবেন। সকাল ১০টায় বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে বলে মন্ত্রণালয়ের সূত্র আমাদের সময়কে নিশ্চিত করেছে।

এ বছর উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণির ফল বিপর্যয়ের কারণ অনুসন্ধান করে দ্রুত প্রতিবেদন তৈরি করা এবং আসন্ন নিম্নমাধ্যমিক শ্রেণির পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে উদ্যোগ নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট শাখাপ্রধানকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বৈঠকের কার্যপত্রের ৫ ও ৬নং অনুচ্ছেদে।

নির্দেশনায় বলা হয়েছে, সাম্প্রতিক আলোচিত ইস্যু উচ্চশিক্ষায় ধার্য করা ভ্যাটের কারণে সর্বমহলে ক্ষোভ বিরাজ করছে। এ বিষয়ে কী পদক্ষেপ নেওয়া যায়, তা নিয়ে মত প্রদানের

এরপর পৃষ্ঠা ৭, কলাম ১

শিক্ষামন্ত্রীর ২০ নির্দেশনা

(শেষ পৃষ্ঠার পর) কথা বলা হয়েছে। আগামী শিক্ষাবর্ষের নতুন পাঠ্যপুস্তক নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই যেন এনসিটিবি ছাপানো ও সরবরাহ নিশ্চিত করে, তা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে তদারক করতে হবে।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সরকারি কলেজকে জরুরিভিত্তিতে অন্তর্ভুক্তিকরণ, দেশের যেসব উপজেলায় সরকারি হাইস্কুল বা কলেজ নেই, সেখানে একটি করে স্কুল ও কলেজ সরকারিকরণ, উপজেলায় টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রকল্প বাস্তবায়ন, আশুলিয়ায় প্রস্তাবিত অটিস্টিক একাডেমির কাজ শুরু করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরপ্রধানদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বৈঠকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন/মর্যাদা বিষয়, এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বেতন সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করা, শিক্ষকদের সবস্তরে পদোন্নতি দেওয়ার বিষয়ে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, এসব সমস্যা সমাধানে দীর্ঘসূত্রতা হলে শিক্ষকসমাজে ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। এক্ষেত্রে শিক্ষার পরিবেশ ঠিক রাখতে কী করণীয়, সে সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বৈঠকে মতামত দেবেন। শিক্ষকদের নিয়ে আলোচনায় থাকছে অবসর সুবিধা বোর্ডের তহবিল বৃদ্ধি ও কমিটি গঠন করা।

বিরোধপূর্ণ পাবলিক বিশ্বদ্যিালয়ের শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে বলা হয়েছে সংশ্লিষ্ট দপ্তরপ্রধানকে। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়সহ সমস্যাকবলিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রসঙ্গ আলোচনায় থাকবে।

নতুন বেসরকারি কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর অনুমতি নিতে প্রস্তাবনা তৈরি করতে; ইউজিসির নতুন আইন চূড়ান্ত করা, শিক্ষা আইন চূড়ান্ত করা, বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্রেডিটেশন আইন চূড়ান্ত করা, নীতিমালা নতুন প্রজেক্ট তৈরি করা, মেধা অন্বেষণ প্রতিযোগিতার পুরস্কার প্রদানের তারিখ চূড়ান্ত করা, বিভিন্ন শাখা ও দপ্তরের কাজের পরিকল্পনায় সময় ও ব্যয় নির্ধারণ করা এবং নির্ভুল প্রকল্প প্রণয়ন করে একনেক সভায় দ্রুত পাঠানোর নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে শাখাপ্রধানদের।